যুগান্তর

তারিখ ... 01 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন 'আপাতত' স্থগিত

মুসতাক আহমদ

সপ্তম পে-স্কেলের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা অষ্টম পে-স্কেলে পুনর্বহালের আশ্বাসে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন 'আপাতত' স্থগিত হচ্ছে। শুক্রবার রাতে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের দুই শীর্ষ নেতার বৈঠকে এমন আশ্বাস দেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। সপ্তম পে-স্কেলে ২৫ শতাংশ অধ্যাপককে ১নং গ্রেড (সিনিয়র) প্রদান করা হতো। ফেডারেশনের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়,

স্থগিত : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

স্থগিত : শিক্ষকদের আন্দোলন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আশ্বাসের কারণে শিক্ষকরা এ মুহূর্তে আলাদা বেতন স্কেলের জন্য বেতন কমিশন গঠনের দাবিতে ছাড় দেবেন। তবে ১নং গ্রেডের অধ্যাপকদের মধ্যে ২৫ শতাংশকে 'সুপার' গ্রেডে উন্নীত করার দাবিতে তাঁরা অনড় আছেন।

সূত্র জানায়, শিক্ষকদের আশ্বাস দেয়ার আগে শিক্ষামন্ত্রী সরকারের শীর্ষপর্যায়ে কথা বলেন। এমনকি বৈঠকের মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। এরপরই শিক্ষক নেতারা রাজি হন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শনিবার বিকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষকদের দাবি পূরণ। সেটা যেভাবে হোক করতেই হবে। আমি বলে দিয়েছি, যদি তা করা না হয়, তাহলে আমিও শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলন করব।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার একাধিকবার কথা হয়েছে। তার নির্দেশনা মতোই আমরা সামনে এগোচ্ছি।' এদিকে আজ দুপুর ১টায় সরকারের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম বৈঠক অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ কমিটির সঙ্গে ফেডারেশনের একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল শনিবার যুগান্তরকে বলেন, 'সুপার গ্রেডে বর্তমানে দুটি ধাপ আছে। উপরের ধাপে আছেন কেবিনেট সচিব ও মুখ্য সচিবসহ অন্যরা। নিচের ধাপে আছেন সিনিয়র সচিবরা। সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্য থেকে ২৫ শতাংশকে এ নিচের ধাপেই চাচ্ছি আমরা।' সরকারি আশ্বাস এবং আন্দোলন স্থগিত করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সিলেকশন গ্রেড বহাল রেখেই যে আমাদের দাবি পূরণ করতে হবে তা নয়। অন্য ফরমেটেও আমরা রাজি। আসলে— উই আর মুভিং টু পজিটিভ সল্যুশন (আমরা ইতিবাচক সমাধানের দিকে যাচ্ছি)।' তিনি বলেন, 'সপ্তম পে-স্কেলে যেভাবে ছিল, সেভাবে হয়ে যাবে। তবে আমরা এতে সন্তুষ্ট না। সিনিয়র অধ্যাপকদের একটা অংশকে ১নং গ্রেডের উপরে দিতেই হবে।'

এছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের অনুরূপ সরকারি বৃত্তি এবং গাড়ি কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ভাতার দাবিতেও অনড় রয়েছেন শিক্ষকরা। ড. এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, মন্ত্রিসভা কমিটির প্রথম বৈঠকের পর আমাদের সঙ্গে বৈঠক আছে। আশা করছি সেখানে এসবের সমাধান হবে।

অষ্টম পে-স্কেলে প্রভাষকদের নবম গ্রেডে রাখা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকরা এই প্রবেশ পদটিকে সপ্তম গ্রেডে চাচ্ছেন। অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করতেই আমরা প্রভাষক পদকে সপ্তম গ্রেডে চাচ্ছি। আর যেনতেনভাবে পদোন্নতি পাওয়ার-হওয়ার দাবি সঠিক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োসায়েন্সেস অনুষদের ডিন ১৫ বছর আগে অধ্যাপক হয়েও সিনিয়র অধ্যাপক হতে পারছেন না। কেননা বয়স পূর্ণ করলেও তার অনুষদে ২৫ শতাংশ কোটা পূর্ণ হয়নি। তিনি আরও জানান, সপ্তম পে-স্কেলে অধ্যাপকরা প্রথমে তৃতীয় গ্রেড পেতেন। ইনক্রিমেন্ট পেয়ে দ্বিতীয় গ্রেড স্পর্শ করতেন। তবে সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপক (সিনিয়র অধ্যাপক) হতে আবেদনের যোগ্যতার জন্য কমপক্ষে ১১ বছর অপেক্ষা করতে হতো। এরপর ২৫ শতাংশ কোটা খালি হলেই সেখানে ঢোকার সুযোগ হতো।

এদিকে 'সিনিয়র অধ্যাপক' পদ তৈরি করে অষ্টম পে-স্কেলের ক্ষতিপূরণের একটা প্রস্তাবনাও তৈরি করা হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ৫টি দাবি হচ্ছে— স্বতন্ত্র বেতন স্কেল গঠনের জন্য বেতন কমিশন গঠন; স্বতন্ত্র বেতন স্কেল বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অষ্টম বেতন স্কেল পুনর্নির্ধারণ করে সিনিয়র অধ্যাপকদের গ্রেড-১ ও অধ্যাপকদের গ্রেড-২, সহযোগী অধ্যাপকদের গ্রেড-৩, সহকারীদের গ্রেড-৫ এবং প্রভাষকদের গ্রেড-৭ দেয়া; সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্য থেকে ২৫ শতাংশকে সুপার গ্রেডের দুই নম্বর ধাপে বেতনভাতা নির্ধারণ; রাষ্ট্রীয় ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অনুযায়ী পদমর্যাদাগত অবস্থান নিশ্চিত করা; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করা। এই প্রযোজ্য ক্ষেত্র হচ্ছে— উচ্চশিক্ষায় সরকারি বৃত্তি এবং গাড়ি কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা।